গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ
সামষ্টিক অর্থনীতি অনুবিভাগ

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের অর্থনীতিকে চাঙ্গা রাখার জন্য সরকার ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজ

২০০৭ সনে বিশ্বব্যাপী খাদ্য উৎপাদন হ্রাস এবং খাদ্যপণ্য ও জ্বালানি তেলের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধির মধ্য দিয়ে বিশ্ব অর্থনীতি আকস্মিক সমস্যায় পড়ে। পাশাপাশি আমেরিকার সাব-প্রাইম বন্ধক পদ্ধতির প্রেক্ষিতে আবাসন খাতে বিপুল Toxic Credit বিতরণজনিত জটিলতায় আমেরিকা ও পরবর্তীতে ইউরোপে একের পর এক আর্থিক প্রতিষ্ঠান দেউলিয়া হয়ে পড়ে। তারল্য সংকট চলতি পুঁজির সরবরাহকে নিঃশেষ করে দেয়। শুরু হয় শ্রমিক ছাঁটাই এবং আয়হীন হয়ে পড়ে অসংখ্য মানুষ। এভাবেই সৃষ্টি হয় মন্দার প্রকট আবহ। মন্দার ভয়াবহতা মোকাবিলায় উন্নত দেশগুলো ব্যাপক আর্থিক উদ্ধার (bailout) পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। উন্নয়নশীল দেশগুলোকে নিতে হচ্ছে সতর্কতামূলক পদক্ষেপ।

২। বাংলাদেশের অর্থনীতির উপর Global Financial Crisis -এর সম্ভাব্য প্রভাব সম্পর্কে যথাযথ আগাম ধারণা অর্জন এবং সে পরিপ্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় সতর্কতামূলক উদ্যোগ গ্রহণকল্পে গত ৩ নভেম্বর, ২০০৮ তারিখে অর্থ বিভাগে একটি টেকনিক্যাল কমিটি গঠন করে। পরবর্তীতে বাংলাদেশে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দার প্রভাব মোকাবিলায় সরকার মাননীয় অর্থমন্ত্রীর সভাপতিত্বে একটি উচ্চ পর্যায়ের টাস্কফোর্স গঠন করে। উভয় কমিটির পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশসমূহের আলোকে বাংলাদেশের অর্থনীতিকে চাঙ্গা রাখার জন্য সরকার একটি আর্থিক প্রণোদনা প্যাকেজ চূড়ান্ত করে।

৩। প্রস্তাবিত প্রণোদনা প্যাকেজের দুইটি পর্যায় রয়েছে–

- ২০০৮-০৯ অর্থবছরের রাজস্ব প্রণোদনা প্যাকেজ (fiscal package)
- ২০০৯-১০ অর্থবছরের রাজস্ব প্রণোদনা প্যাকেজ (fiscal package)

উক্ত প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় Fiscal ও Financial প্রণোদনার পাশাপাশি Policy support এবং প্রশাসনিক সংস্কারের পরিকল্পনাও গ্রহণ করা হয়েছে যা দুটি পর্যায়ে বাস্তবায়ন করা হবে –

- আশু করণীয় পদক্ষেপ (২০০৮-০৯ অর্থবছর)
- মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদে বাস্তবায়িতব্য কার্যক্রম (২০০৯-১০ অর্থবছর থেকে)

উল্লেখ্য, চলতি অর্থবছরের প্যাকেজ বাস্তবায়ন কার্যক্রম ইতোমধ্যে শুরু করা হয়েছে এবং বর্ণিত সকল প্রস্তাব এ অর্থবছরের মধ্যে বাস্তবায়ন করা হবে। পরবর্তী বছরের জন্য সংরক্ষিত সম্পদ পরবর্তীতে যথাসময়ে পরিস্থিতি বিশ্লেষণপূর্বক বিস্তারিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

৪। আশু করণীয় পদক্ষেপ (২০০৮-০৯ অর্থবছর)

৪.১ রাজস্ব প্রণোদনা প্যাকেজ (Fiscal Package): ২০০৮-০৯ অর্থবছর

চলতি ২০০৮-০৯ অর্থবছরের এপ্রিল-জুন মেয়াদে বাস্তবায়িতব্য প্যাকেজের আওতায় সরকার নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে-

- ➪ পাটজাত পণ্যের রপ্তানি সহায়তার হার বর্তমানের ৭.৫ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ১০ শতাংশ করা হবে;
- ➪ চামড়া ও চামড়াজাত পণ্যের রপ্তানি সহায়তার হার বর্তমানের ১৫ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ১৭.৫ শতাংশ করা হবে;
- ➪ হিমায়িত চিংড়ি ও অন্যান্য মাছ রপ্তানি খাতে নগদ সহায়তার হার বর্তমানের ১০ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ১২.৫ শতাংশ করা হবে;
- ➪ অন্যান্য পণ্যদ্রব্য যেখানে রপ্তানি সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে তা অব্যাহত রাখা হবে-
    - → রপ্তানিমুখী দেশীয় বস্ত্র; হোগলা, খড়, আখের ছোবড়া ইত্যাদি দিয়ে হাতে তৈরী পণ্য; কৃষি পণ্য(শাক-সবজি/ফল-মূল) ও প্রক্রিয়াজাত কৃষি (agroprocessing) পণ্য; আলু; বাই-সাইকেল; হাড়ের গুড়া; পোল্ট্রি শিল্পে হ্যাচিং ডিম (Hatching Egg) এবং একদিনের মুরগীর বাচ্চা; হালকা প্রকৌশল পণ্য; লিকুইড গ্লুকোজ এবং ১০০% হালাল মাংস।

৪.২ Policy Support (২০০৮-০৯ অর্থবছর)

৪.২.১ রপ্তানি খাত

- ➪ রপ্তানি সহায়তার অর্থছাড়ের পদ্ধতিগত জটিলতা নিরসনকল্পে সংশ্লিষ্ট নীতিমালা সংশোধনের উদ্যোগ নেয়া হবে। সহায়তার প্রাপ্যতা সম্পর্কে প্রাথমিক পরীক্ষার পর প্রাপ্য সহায়তার ৭০ শতাংশ তাৎক্ষণিকভাবে পরিশোধ করা হবে। অবশিষ্ট ৩০ শতাংশ অর্থ নিরীক্ষা শেষে ছাড় করা হবে। তবে নিরীক্ষায় প্রাপ্য অর্থের চেয়ে বেশী পরিশোধিত হয়েছে প্রমাণিত হলে অর্থ-গ্রহীতার বিরুদ্ধে যথাযত আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে;
- ➪ রপ্তানিকারক ও সুতা উৎপাদনকারিদের ঋণ পুনঃতফসিলীকরণের ক্ষেত্রে ডাউনপেমেন্টের শর্ত সেপ্টেম্বর ২০০৯ পর্যন্ত শিথিল করা হবে। এক্ষেত্রে তাদের মজুদ পণ্য ও ঋণের ভিত্তিতে কেস-টু-কেস পরীক্ষা সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় সুবিধা প্রদান করা হবে। বিষয়টি স্পষ্টীকরণের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক একটি সার্কুলার জারী করবে এবং তদনুযায়ী ব্যাংকগুলো যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।
- ➪ বাংলাদেশ ব্যাংক রপ্তানি ঋণের ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহকে পুনঃঅর্থায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
- ➪ রপ্তানি উন্নয়ন তহবিলের (Export Development Fund-EDF)-এর পরিমাণ ইতোমধ্যে ১৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত করা হয়েছে। এ তহবিল হতে একক ঋণ গ্রহীতাকে প্রদেয় ঋণ সুবিধার পরিমাণও ১.০ মি. মার্কিন ডলার হতে বাড়িয়ে ১.৫০ মি. মার্কিন ডলারে উন্নীত করা হয়েছে। রপ্তানি চুক্তির বিপরীতে উৎপাদনের জন্য উপকরণাদি আমদানির ক্ষেত্রে রপ্তানি উন্নয়ন তহবিল হতে ঋণ সহায়তা আরো উদারীকরণ করা হবে।
- ➪ রেয়াতী হারে (৭%) রপ্তানী ঋণ সকল পণ্যের ক্ষেত্রে সম্প্রসারণ এবং এর পরিশোধ সীমা ১২০ দিন পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হবে।
- ➪ বিদ্যুৎ উৎপাদনে Captive Generation এর জন্য প্রদেয় লাইসেন্স/নবায়ন ফি যৌক্তিকীকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে।
- ➪ ফলমূল, শাক-সবজি পরিবহনের ক্ষেত্রে বিগত বছরে আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের মূল্য বৃদ্ধিজনিত কারণে বাংলাদেশ বিমানসহ সকল বিদেশী এয়ার লাইন্স-এ ফুয়েল সারচার্জ আরোপ করা হয়। আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের মূল্য হ্রাসের প্রেক্ষিতে আরোপিত উক্ত সারচার্জ প্রত্যাহার করার বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানানো হয়েছে।
- ➪ ইতোমধ্যেই গার্মেন্টস কর্মীদের ভর্তুকি মূল্যে চাল সরবরাহের কার্যক্রম শুরু হয়েছে।
- ➪ হিমায়িত খাদ্য খাতে ইউরোপীয় ইউনিয়ন কর্তৃক গ্রহণযোগ্য প্রমিত মান অর্জন ও নিবিড় চাষ প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।
- ➪ ফার্মাসিউটিক্যালস ও সিরামিকস খাতের রপ্তানি লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত না হওয়ার কারণ খতিয়ে দেখার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

৪.২.২ রেমিট্যান্স

➪ যে সকল শ্রমবাজারে প্রচুর সংখ্যক বাংলাদেশী শ্রমিক রয়েছে সে সকল দেশে কূটনৈতিক তৎপরতা জোরদার করা ও বিদেশে নতুন নতুন শ্রমের বাজার খুজে বের করার ব্যাপারে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।

৪.২.৩ সম্ভাব্য ক্ষতিগ্রস্ত শিল্প

➪ অর্থনৈতিক মন্দার কারণে কোন রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠান সুনির্দিষ্টভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলে টিকে থাকার জন্য ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে যাতে তারা কেস-টু-কেস ভিত্তিতে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা পেতে পারে সেলক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৪.২.৪ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (ADP)

➪ ADP বাস্তবায়নে পর্যাপ্ত প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেয়ার জন্য পরিকল্পনা কমিশন ও আইএমইডি -কে বিশেষ নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

➪ মোট ADP বরাদ্দের প্রায় ৯০ শতাংশ ১০ টি মন্ত্রণালয় ব্যবহার করে থাকে। ADP –এর যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আগাম সংগ্রহ (procurement) পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলোকে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

➪ উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদন প্রক্রিয়ায় দীর্ঘসূত্রিতা ও জটিলতা এড়ানোর লক্ষ্যে সমগ্র প্রক্রিয়াটি পরীক্ষা করে দেখার জন্য নতুন উদ্যোগ শুরু হয়েছে এবং আগামী অর্থবছরের প্রথম পর্যায়েই নতুন ব্যবস্থাকে কার্যকর করার চিন্তাভাবনা রয়েছে।

➪ Procurement পদ্ধতির জটিলতায় ADP বাস্তবায়ন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে কিনা ইতোমধ্যে তার পর্যালোচনাও শুরু করা হয়েছে।

➪ প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিয়মিতভাবে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের জন্য মন্ত্রণালয়গুলোর তৎপরতা জোরদার করা হয়েছে।

৪.২.৫ বিনিয়োগ বৃদ্ধি

আমরা মনে করি যে, সব বিপত্তিকে অতিক্রম করে আমাদের রপ্তানির চাহিদাকে জোরদার রাখতে হবে এবং বিনিয়োগে গতিশীলতা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এ লক্ষ্যে কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন খাত, জ্বালানি খাত, শিল্প খাত ও অবকাঠামো খাতসমূহে বিনিয়োগের প্রতি সবিশেষ নজর দিতে হবে। জ্বালানি ও অবকাঠামো খাতে বিশেষভাবে বৈদেশিক বিনিয়োগ আহরণ করতে হবে। কতিপয় নির্দিষ্ট পদক্ষেপ নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হলো। মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি কার্যক্রমে আরো কতিপয় উদ্যোগ বর্ণিত হয়েছে।

➪ কৃষি ঋণ প্রবাহ সচল ও শক্তিশালী করার জন্য কৃষি ব্যাংক, রাকাব, কর্মসংস্থান ব্যাংক প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের আর্থিক কাঠামো শক্তিশালী করার জন্য ১৫০০ কোটি টাকা Re-capitalisation -এর জন্য বরাদ্দ দেয়া হবে।

➪ বাংলাদেশ ব্যাংক হতে কৃষি ঋণ খাতে পুনঃঅর্থায়নের জন্য সর্বমোট ১১৮৩ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে যার বিভাজন নিম্নরূপ–

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক - ৫০০ কোটি টাকা
রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক - ৩০০ কোটি টাকা
সোনালী ব্যাংক - ৩৮৩ কোটি টাকা

➪ বাংলাদেশ ব্যাংকের তত্ত্বাবধানে পরিচালনাধীন নিম্নবর্ণিত তহবিলসমূহের কার্যক্রম আরো জোরদার করার বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে-

➡ Investment Promotion and Financing Facilities (IPFF)-৪০০.০০ কোটি টাকা

➡ Small & Medium Enterprises Fund (SME Fund) -৬০০.০০ কোটি টাকা
(এ তহবিলের বরাদ্দ ৫০০ কোটি টাকা হতে ১০০ কোটি টাকা বাড়িয়ে ৬০০ কোটি টাকয় উন্নীত করা হয়েছে)

➡ গৃহনির্মাণ তহবিল -৫০০.০০ কোটি টাকা
(এ তহবিলের বরাদ্দ ৩০০ কোটি টাকা হতে ২০০ কোটি টাকা বাড়িয়ে ৫০০ কোটি টাকয় উন্নীত করা হয়েছে)

➡ সমমূলধন তহবিল: - ৩০০.০০ কোটি টাকা

→ কৃষি - ১০০.০০ কোটি টাকা
→ আইটি - ২০০.০০ কোটি টাকা

(আগামী অর্থবছরে অতিরিক্ত ১০০.০০ কোটি টাকা অন্তর্ভুক্ত হবে)

- ➪ উল্লেখ্য যে, সমমূলধন তহবিল কার্যকর করার লক্ষ্যে কৃষি ও আইটি তহবিল আলাদা করা হয়েছে এবং ICB -তে স্থানান্তর করা হচ্ছে।
- ➪ এসব তহবিলের সর্বোত্তম ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতাসমূহ পরীক্ষা করে নীতিমালা সহজীকরণ করার লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট সুপারিশ প্রদানের জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।
- ➪ Equity and Entrepreneurship Fund (EEF) ফান্ড হতে পশু খাদ্য উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং পোল্ট্রি উৎপাদন ভিত্তিক শিল্পের জন্য ৫০ লক্ষ হতে ১০ কোটি টাকা পর্যন্ত ইকুইটি সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।
- ➪ পোল্ট্রি শিল্পকে সহায়তা প্রদানের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক অতিসত্বর একটি সার্বিক কার্যক্রম ঘোষণা করবে। এ শিল্পকে কৃষি খাতের সমতুল্য সুযোগ দেয়া হবে।
- ➪ পোশাক শিল্পের ২৭০টিসহ অন্যান্য রুগ্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য যে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে তার আশু বাস্তবায়নের জন্য একটি কার্যকর পর্ষদ গঠন করা হচ্ছে। একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এ ব্যবস্থা সম্পন্ন করা হবে।
- ➪ US Dollar Premium Bond, US Dollar Investment Bond এবং Wage Earners Development Bond –সমূহে প্রবাসীদের বিনিয়োগ আরো উৎসাহিত করার লক্ষ্যে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ ব্যাংক ব্যাপক প্রচারণা চালাবে।

৪.২.৬ আর্থিক প্রণোদনা (Financial Package): ২০০৮-০৯ অর্থবছর

আর্থিক খাতে বাংলাদেশ ব্যাংক ইতোমধ্যে যে সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে এবং অচিরেই করবে তা নিম্নরূপ:

- ➪ বিনিময় হারের কারণে রপ্তানীকারকগণ যেন প্রতিযোগিতামূলক অবস্থান হতে দূরে সরে না যায় সে উদ্দেশ্যে বিনিময় হারের ওপর সজাগ দৃষ্টি রাখা। বিশেষ করে REER এবং NEER-এর মধ্যকার ব্যবধান যুক্তিসংগত পর্যায়ে রাখা।
- ➪ অভ্যন্তরীণ ঋণ প্রবাহ যাতে উৎপাদনমুখী খাতে ব্যবহৃত হয় এবং ব্যাংক ব্যবস্থায় যাতে তারল্য সংকট সৃষ্টি না হয় সে দিকে লক্ষ্য রাখা।
- ➪ অগ্রিমের উপর সুদের হার যুক্তিসংগত পর্যায়ে কমিয়ে আনার লক্ষ্যে প্রয়োজনে রিপো, রিভার্স রিপো, এসএলআর পুনঃ নির্ধারণ।
- ➪ ব্যাংকসমূহের বিভিন্নমুখী চার্জ কমানোর ব্যাপারে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহকে বাংলাদেশ ব্যাংক বিশেষ নির্দেশনা প্রদান।
- ➪ কোনভাবে দেশ থেকে বৈদেশিক মুদ্রা স্থানান্তরিত হচ্ছে কিনা সে ব্যাপারে সজাগ দৃষ্টি রাখা হবে এবং অপরাধ ধরা পড়লে গুরুতর শাস্তি দেয়া হবে।
- ➪ কৃষি ঋণ, ক্ষুদ্র ঋণ, রপ্তানি ঋণ, খেলাপি ঋণ প্রভৃতির সর্বশেষ পরিস্থিতি পরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।
- ➪ ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতে ঋণের প্রবাহ বাড়ানোর লক্ষ্যে বিদ্যমান সুদ কাঠামো পর্যালোচনাপূর্বক বিশেষ প্যাকেজের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- ➪ ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে অধিকতর বিনিয়োগ আকর্ষণ করার লক্ষ্যে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে সহজ শর্তে ঋণ প্রদানে উৎসাহী করা ।
- ➪ ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে শুধু জামানতের ওপর নির্ভর না করে ব্যবসায় সম্ভাবনার (business prospect) ঝুঁকিভিত্তিক মূল্যায়নের ওপর জোর দেয়ার বিষয়ে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে উদ্বুদ্ধ করা।

- ➪ পুঁজিবাজারে মার্চেন্ট ব্যাংক, বড় বিনিয়োগকারি ও ব্রোকার হাউজসমূহের Monopoly প্রভাব এড়ানোর জন্য ইতোমধ্যে রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংকসমূহকে মার্চেন্ট ব্যাংকিং এর সুযোগ দেয়া হয়েছে।
- ➪ গ্রামীণ ফোনের ১৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের প্রাথমিক শেয়ার বাজারে ছাড়ার প্রক্রিয়া চলছে। এতে পুঁজিবাজারে মূলধন সম্প্রসারিত হবে, আর্থিক গভীরতা বৃদ্ধি পাবে এবং অন্যান্য বিদেশী/বহুজাতিক বিনিয়োগকারীগণ অধিক বিনিয়োগে উৎসাহী হবে। এতে পুঁজিবাজারে বিনিয়োগ মূলধন সম্প্রসারিত হবে এবং এসব ব্যবসায়ের মুনাফার অন্ততঃ একাংশ দেশের জনগণের কাছে থাকার নিশ্চয়তা বিধান করা যাবে।

উপরে বর্ণিত পদক্ষেপ বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক আরো বিস্তৃত তথ্য প্রদান করবে।

৫। ২০০৮-০৯ অর্থবছরের Fiscal দায়

উপর্যুক্ত Fiscal ও Policy Support প্রদানের প্রেক্ষিতে চলতি অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে অতিরিক্ত বরাদ্দের প্রয়োজন হবে ৩,৪২৪ কোটি টাকা। খাতওয়ারি অতিরিক্ত বরাদ্দের বিভাজন নিম্নরূপ:

খাত	বর্তমান বরাদ্দ (কোটি টাকায়)	অতিরিক্ত বরাদ্দ (কোটি টাকায়)	মোট (কোটি টাকায়)
ক. ভর্তুকিঃ			
রপ্তানি	১,০৫০	৪৫০	১,৫০০
কৃষি	৪,২৮৫	১,৫০০	৫,৭৮৫
বিদ্যুৎ	৬০০	৬০০	১,২০০
খ. কৃষি ঋণ (পুনঃ মূলধনীকরণ)	১,০০০	৫০০	১,৫০০
গ. সামাজিক নিরাপত্তা (খাদ্য)	৪,১৯৫	৩৭৪	৪,৫৬৯
মোট	১১,১৩০	৩,৪২৪	১৪,৫৫৪

৬। মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদে বাস্তবায়িতব্য কার্যক্রম (২০০৯ - ১০ অর্থবছর থেকে)

৬.১ Fiscal Package ২০০৯ - ১০ অর্থবছর

আগামী অর্থবছরে বৈশ্বিক মন্দার সম্ভাব্য নেতিবাচক প্রভাব মোকাবেলা করার জন্য বর্তমানে যেসব ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে তা অব্যাহত থাকবে এবং নিয়মিত মূল্যায়নের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ নিশ্চিত করা হবে। এই বরাদ্দের বিস্তারিত বিভাজন উদ্ভূত বাস্তবতা ও টাস্কফোর্সের সুপারিশের ভিত্তিতে আগামী অর্থবছরের বাজেটে যথাযথ কার্যক্রম ঘোষণা করা হবে।

৬.২ Policy Support (২০০৯ - ১০ অর্থবছর থেকে)

৬.২.১ রপ্তানি খাত

- ➪ রপ্তানির ওপর মূসকের (VAT) প্রয়োগ এবং হার হ্রাস করার বিষয়ে বিবেচনা করা হবে ।
- ➪ তৈরী পোশাক খাতে চাহিদা মোতাবেক প্রশিক্ষিত কর্মী সরবরাহের জন্য বিভিন্ন টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ ইনষ্টিটিউট অব ফ্যাশন ট্রেনিং (BIFT) ও যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরকে বিশেষ প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গ্রহণ এবং তা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা ও বাজেট বরাদ্দ প্রদান করা হবে।

৬.২.২ রেমিট্যান্স

- ➪ আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারের চাহিদার সাথে সংগতি পূর্ণ দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার জন্য National Skill Development Council-কে পুনর্গঠন করা এবং কাউন্সিলের দিক নির্দেশনা বাস্তবায়নকল্পে আন্তঃমন্ত্রণালয় নির্বাহী কমিটি গঠন করা হবে। প্রশিক্ষনের বিষয় পুন:নির্ধারণ ও প্রয়োজনে বিদেশ হতে প্রযুক্তি এবং প্রশিক্ষক সংগ্রহ বিষয়ে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় পর্যালোচনাপূর্বক যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
- ➪ অধিক দক্ষতা সম্পন্ন জনশক্তি রপ্তানির লক্ষ্যে সরকারি খাতে বিদ্যমান প্রায় ৫৫০টি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যভিত্তিক স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদি প্রশিক্ষণ পরিকল্পনার আওতায় বিদ্যমান

অবকাঠামোর সর্বোত্তম (optimum) ব্যবহার নিশ্চিত করার উদ্যোগ নেয়া হবে। এক্ষেত্রে পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশীপ ভিত্তিতেও কার্যক্রম বাস্তবায়নের বিষয়ে বিবেচনা করা হবে।

- ➪ বিদেশে জনশক্তি প্রেরণ সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধিসমূহ পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে অধিকতর স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করে সেগুলোর প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধনের জন্য শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানানো হয়েছে।
- ➪ যেসব প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তুলনামূলকভাবে বেশি রেমিট্যান্স এসে থাকে তাদের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় ডিজিটাল যোগাযোগের বিশেষ ব্যবস্থা নেয়া ও বুথ খোলার বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৬.২.৩ বিনিয়োগ বৃদ্ধি

- ➪ Public-Private Partnership –এর আওতায় অবকাঠামো ও মানব সম্পদ খাতে বিনিয়োগ আকর্ষণ জোরদার করা হবে। এ জন্য একটি স্বতন্ত্র বাজেটে সরকারী বরাদ্দ ও প্রাক্কলিত বেসরকারী সহায়তার হিসাব দেয়া হবে এবং বিভিন্ন প্রকল্প এত অন্তর্ভুক্ত করার উদ্দেশ্যে একটি সমন্বিত নীতিমালা প্রণয়ন করা হবে।

৬.২.৪ দারিদ্র বিমোচন ও সামাজিক নিরাপত্তা

- ➪ VGF বরাদ্দ ২ লক্ষ ২৫ হাজার মে. টন থেকে বৃদ্ধি করে ৫ লক্ষ ৫ হাজার ৪৭৫ মে. টনে এবং TR বরাদ্দ ২ লক্ষ মে. টন থেকে ৩ লক্ষ ৬৬ হাজার ৫০০ মে. টনে উন্নীত করা হবে।
- ➪ সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারে ঘোষিত দারিদ্র বিমোচন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনকল্পে এবং মন্দার প্রভাবে অর্থনীতিতে aggregate demand যাতে হ্রাস না পায় সে জন্য নতুন আঙ্গিকে ১০০ দিনের কর্মসৃজন কার্যক্রম জোরদার করা হবে।
- ➪ সরকারের fiscal কার্যক্রম অব্যাহত এবং জোরদার করার প্রয়োজনে বিশ্বব্যাংক এবং এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকসহ উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহের বিশেষ বাজেট সহায়তা (Budget Support) গ্রহণ করা হবে।
- ➪ বিশ্ব ব্যাংক, আইএমএফ ও এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক মন্দায় ক্ষতিগ্রস্ত অর্থনীতিসমূহকে সহায়তা করার জন্য যে তহবিল গঠন করেছে সেসব তহবিলের সুযোগও বাংলাদেশ গ্রহণ করবে।
- ➪ দারিদ্র বিমোচন ফাউন্ডেশন, পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (PKSF), মিউনিসিপ্যাল ডেভেলপমেন্ট ফান্ড (MDF), সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (SDF), বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন(BNF), ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কোম্পানী লিমিটেড (IDCOL) প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের কাছে ন্যস্ত ক্ষুদ্র ঋণ ও বিনিয়োগ তহবিল সমূহের সঞ্চালন গতি বৃদ্ধির বিশেষ উদ্যোগ নেয়া হবে।
- ➪ খাদ্য নিরাপত্তা ও বয়স্ক, দুঃস্থ মহিলা, অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা, প্রতিবন্ধী, এতিম, প্রভৃতি জনগোষ্ঠীর ভাতার হার ও পরিধি বৃদ্ধি করা হবে।
- ➪ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, সমাজকল্যান অধিদপ্তর, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর, পশুসম্পদ অধিদপ্তর, বিসিক প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের কাছে বিদ্যমান ঘূর্নায়মান ক্ষুদ্রঋণ তহবিল সমূহের সঞ্চালন ও প্রচলন গতি বৃদ্ধির জন্য উদ্যোগ নেয়া হবে।

৬.২.৫ আর্থিক খাত

- ➪ আর্থিক খাতে ২০০৮-০৯ অর্থবছরের জন্য প্রস্তাবিত ব্যবস্থাসমূহ অব্যাহত রাখা হবে এবং নিয়মিতভাবে তার পুনর্মূল্যায়ন চলতে থাকবে।

৬.২.৬ কর রাজস্ব

বাংলাদেশের কর-জিডিপি-র অনুপাত পাশ্ববর্তী সকল দেশের তুলনায় খুব নিম্নে বিধায় কর রাজস্ব বৃদ্ধির লক্ষ্যে একটি দীর্ঘমেয়াদি কার্যকর করনীতি প্রণয়নের উদ্যোগ নেয়া হবে। এ লক্ষ্যে নিম্নেবর্ণিত সংস্কার কার্যক্রম সূচনা করা হবে–

- ➪ কর নিবন্ধন ও কর পরিশোধে উদ্বুদ্ধ করার জন্য গণমাধ্যমসমূহে নিয়মিত প্রচারণার ব্যবস্থা করা ।
- ➪ কর, মূসক বা শুল্ক আদায় সংক্রান্ত মামলাসমূহ বিশেষ ট্রাইবুনালের মাধ্যমে দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ।
- ➪ কর ও শুল্ক প্রশাসনে সম্পূর্ণ (full) অটোমেশন ব্যবস্থা কার্যকর করা ।

- ➪ নিয়মিত পরিবীক্ষণের মাধ্যমে উৎসে আদায়কৃত কর ও শুল্ক সংশ্লিষ্ট খাতে যথাযথভাবে জমা নিশ্চিত করা।
- ➪ কর এবং শুল্ক হতে অব্যাহতির (tax exemption) তালিকা আরো ছোট করা।
- ➪ করপোরেট কর হতে অবকাশের বিষয়টি পুনঃবিবেচনা করে করপোরেট দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করা।
- ➪ কর প্রদান প্রক্রিয়া অধিকতর সহজ করা।
- ➪ ভ্যাট প্রশাসনের অন্তর্নিহিত দুর্বলতা কমিয়ে আনার জন্য বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা।
- ➪ রাজস্ব প্রশাসন পরিচালনা ও রাজস্ব নীতি প্রণয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের দায়িত্ব পৃথক করা।
- ➪ আয়কর আইন, মূল্য সংযোজন কর আইন ও শুল্ক আইন যুগোপযোগী করা।
- ➪ অবিলম্বে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এবং অধীনস্ত দপ্তরের জনবল বৃদ্ধি করা এবং সেজন্য ন্যূনপক্ষে গুরুত্বপূর্ণ শূন্যপদসমূহ পূরণ করা। একই সংগে তাদের যোগ্যতারও পুর্নবিবেচনা করা হবে।
- ➪ রাজস্ব প্রশাসন কাঠামো পর্যায়ক্রমে উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত সম্প্রসারণ করা যাতে জনগন সরাসরি রাজস্ব প্রশাসনের সেবা লাভ করতে পারে।
- ➪ কর সেবা প্রদানে সহায়তা ও পরামর্শ প্রদানের জন্য ওয়ানস্টপ সার্ভিস চালু করা।
- ➪ করের আওতা সম্প্রসারণ ও আদায় কার্যক্রম জোরদার করা।
- ➪ নতুন কর দাতাদের স্বেচ্ছা-নির্ধারণ পদ্ধতিতে কর প্রদানের ক্ষেত্রে প্রথম দুই বছর কোনরূপ জিজ্ঞাসাবাদ বা যাচাই প্রক্রিয়া শুরু না করা।
- ➪ কিস্তিতে আয়কর পরিশোধের সুযোগ কার্যকর করা।
- ➪ কর পরিশোধের ফরমসমূহ ও কর পরিশোধ পদ্ধতি আরো সহজীকরণ এবং অন-লাইনে কর পরিশোধের ব্যবস্থা চালুকরণ।
- ➪ আগামী অর্থবছরে অতিরিক্ত সম্পদ চাহিদার প্রেক্ষিতে রাজস্ব আয়ের তিনটি উৎসের (এনবিআর কর রাজস্ব, নন-এনবিআর রাজস্ব এবং কর বহির্ভূত রাজস্ব-এনটিআর) ওপর সমধিক জোর দেয়ার প্রয়োজন রয়েছে। আয়কর ও ভ্যাটের ব্যাপ্তি বাড়ানো, ডিএসএল আদায়, এবং প্রত্যক্ষ করের আওতা ও আদায় বৃদ্ধির জন্য উদ্যোগ নেয়া হবে। একই সংগে জমি হস্তান্তর ফি, বিভিন্ন কোর্ট ফি, যানবাহন কর ইত্যাদি বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা হবে।

৬.২.৭ মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদে বাস্তবায়িতব্য অন্যান্য কার্যক্রম

- ➪ আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত টেস্টিং ল্যাবরেটরি প্রতিষ্ঠায় পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশীপ উদ্যোগকে সরকার সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে। BSTI-কে শক্তিশালীকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।
- ➪ প্যাকেজিং -এ পাট পণ্যের ব্যবহার আইনের মাধ্যমে নিশ্চিত করার উদ্যোগ নেয়া হবে।
- ➪ জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর প্রাতিষ্ঠানিক সামর্থ্য বৃদ্ধি করা হবে যাতে প্রতিষ্ঠানটি বিদেশে বাংলাদেশের দক্ষ জনশক্তির বাজার সম্প্রসারণে এবং শ্রমিকদের স্বার্থ সংরক্ষণে অধিকতর দক্ষতা ও পেশাদারিত্বের পরিচয় দিতে পারে।
- ➪ রেমিট্যান্সের অর্থকে বিনিয়োগে রূপান্তর করার লক্ষ্যে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে আলোচনা করে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
- ➪ পুঁজিবাজারে সিন্ডিকেট তৎপরতা বা বাজারের স্বার্থবিরোধী তৎপরতা রোধে পর্যাপ্ত আইনগত ব্যবস্থা নিশ্চিতকল্পে বিদ্যমান আইন বা রেগুলেটরী নীতিমালায় সংস্কার বা পরিমার্জনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।
- ➪ বন্ড মার্কেট সচল করার জন্য প্রয়োজনীয় Fiscal, Financial ও Institutional Support বাড়ানোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।
- ➪ Pension, Provident Fund, Gratuity এবং Insurance-এর মত ফান্ডগুলো পুঁজিবাজারে বিনিয়োগের উদ্যোগ নেয়া হবে।
- ➪ পেশাদারিত্ব বাড়াতে regulators, exchange houses, brokers, listed companies এবং অন্যান্য intermediaries-এর জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

- ব্যাংক, বীমা ও পুঁজিবাজারসহ সার্বিক আর্থিক খাতের নিয়ন্ত্রণ কাঠামো আরো জোরদার করাসহ যথাযথ আইনী কাঠামো গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে।
- বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর পুনর্গঠন ও কর্মক্ষমতা বৃদ্ধির বিশেষ উদ্যোগ নেয়া হবে।

৬.২.৮ পরিবীক্ষণ

- সামষ্টিক অর্থনীতির প্রধান প্রধান সূচকের ভিত্তিতে সার্বিক পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পরিবীক্ষণের স্বার্থে তথ্য উপাত্তের আদান প্রদানের ক্ষেত্রে সময়ের ব্যাপ্তি (time lag) উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে আনা এবং data reconciliation-এর মাধ্যমে উপাত্তের গুণগত মান বৃদ্ধির জন্য সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তরকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান।
- ভবিষ্যৎমুখী (more forward-looking) অর্থনৈতিক সূচকের ভিত্তিতে একটা প্রাক সতর্কীকরণ ব্যবস্থা (Early Warning System) গড়ে তোলা হবে। এক্ষেত্রে গৃহীতব্য অন্যান্য পদক্ষেপসমূহের উল্লেখযোগ্য হলো-
  - আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্যের চাহিদা ও মূল্যস্তরে আকস্মিক দরপতনের কারণে Trade Finance -এর আওতায় প্রদেয় ঋণের শর্তাবলী আরো কঠোর করছে কিনা তা পর্যবেক্ষণের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক ১০টি শীর্ষ ব্যাংকের কার্যক্রম নিয়মিত সমীক্ষার (systematic survey) ব্যবস্থা করবে।
  - প্রধান প্রধান বাণিজ্য সংগঠনের রপ্তানি আদেশের (export orders) হ্রাস-বৃদ্ধি এবং বাংলাদেশ হতে তৈরী পোষাক ক্রয়কারী শীর্ষ ১০টি প্রতিষ্ঠানের ক্রয় আদেশ মাসিক ভিত্তিতে জরীপ করা যাতে প্রাপ্ত তথ্যাদি বিশ্লেষণ করে এ খাতে রপ্তানির পূর্বাভাস নিরূপণ করা সম্ভব হয়।
- শিল্প কারখানায় শ্রম বিষয়ক আইন-কানুন মানা ও শ্রমিকের স্বার্থ রক্ষা করে উৎপাদন বান্ধব পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য সবরকম ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
- বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও প্রতিষ্ঠানের কাছে ঘূর্ণায়মান তহবিল, এনডাউমেন্ট ফান্ড, সীড মানি, বা অন্য যে কোন সূত্রে যেসব তহবিল রয়েছে সেগুলোর অর্থ যথাযথ কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে কিনা অথবা অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে রয়েছে কিনা তা চিহ্নিত করা এবং অলস সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা হবে।
- বাংলাদেশ বেটার বিজনেস ফোরামকে (BBBF) ব্যবসায়ী খরচ নিয়ন্ত্রণ, বিনিয়োগে বিলম্বায়ন পরিহার, বিনিয়োগ বৃদ্ধি ও উৎপাদনে বাধা-বিপত্তি অপসারণ ইত্যাদি বিষয়ে কার্যকর করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা হবে এবং প্রয়োজনে জোরদার করা হবে।
- সরকারি ব্যয়ের ক্ষেত্রে কৃচ্ছতা সাধন সম্পর্কে অর্থ বিভাগ থেকে একটি নীতিমালা জারী করা হবে।